"মিষ্টি বাচ্চারা - রাত জেগে উপার্জন করো, অমৃত বেলায় ওঠার অভ্যাস তৈরি করো"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানে আসার সাথে সাথেই যে নেশা চড়ে যায়, সেই নেশাকে স্থায়ী রাখার বিধি কি ?

*উত্তরঃ - যখন জ্ঞানে নতুন নতুন আসে তখন অনেক নেশা চড়ে যায়। সেই সময় নিজের সাথেই অনেক প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। বাবা বলেন সেই প্রতিজ্ঞা গুলি ডায়েরিতে নোট করে রাখো, পুনরায় তাকে রিভাইস করতে থাকো, তাহলে নেশা স্থায়ী থাকবে। না হলে তো মায়ার তুফানে আসার কারণে নেশা উড়ে যাবে। জ্ঞানে চলতে-চলতে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে শীঘ্রই বাবাকে শুনিয়ে হালকা হয়ে যাও, পুনরায় দ্বিতীয়বার এই ভুল যেন না হয়, না হলে তো বৃদ্ধি হতে থাকবে ।

*গীতঃ- দুঃখীদের উপর দয়া করো মা-বাবা আমাদের...

ওম্ শান্তি । এই গীত খুবই ভালো কেননা সমগ্র দুনিয়াই তো দুঃখী আর স্মরণও করে এসেছে তুমি মাতা-পিতা... তোমার কৃপাতেই অপার সুখ পাওয়া যায়। এই সময় সমগ্র দুনিয়াই হল দুঃখী এইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকে তো মাকেও স্মরণ করবে অবশ্যই। এই গীত হলো খুবই ভালো। তোমরা জানো যে মা-বাবার কাছে জন্ম নিলে আমাদের এক সেকেন্ডে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভারতেই গায়ন আছে। বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে আছে। জগৎ অম্বা আছে - তো অবশ্যই জগৎ পিতাও থাকবেন। তার উপরেও কেউ থাকবেন কেননা এই সময় সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই সুখধামের স্থাপন করার জন্য মাতা-পিতাও চাই। কোনো মাতা-পিতা ধনী হয় তো তার খুব সুন্দর ঘর হয়। কোনো মাতা-পিতা গরীব হয় তো ঘরও সেইরকমই হয়। সত্যযুগে দেখো রাধে কৃষ্ণ আছে, তাদেরই সর্বপ্রথম রাজপদ প্রাপ্ত হয়। রাধা অবশ্যই কোনো রাজার কাছে জন্ম নেবে তবেই তো রাজকুমারী হবে আর শ্রীকৃষ্ণ রাজকুমার হবে, পুনরায় তাদের মধ্যে বিবাহ হবে। এটা তো বরাবর হয়ে আসছে। মাতা-পিতা এখন দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন। দেবী-দেবতারা সূর্যবংশী মহারাজা-মহারানী ছিল। তোমরা জানো যে এঁনাদের এই পদ কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? রাম-সীতার চন্দ্রবংশী রাজপদ কভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? কলিযুগের অন্তে তো কিছু নেই। এটাই হলো পড়াশোনার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করা। যেরকম সেই পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরি হয়। এটা হল পড়াশোনার দ্বারা রাজাদেরও রাজা হওয়া। একমাত্র বাবা'ই যিনি রাজপদের জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এইরকম আর কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে রাজপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করানো যায়। এর নামই হল গীতা পাঠশালা। গীতার দ্বারাই তো রাজপদ প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা বেদ উপনিষদের দ্বারা কোন্ পদ প্রাপ্ত হয়? রাজযোগ তো ভগবানই এসে শেখাচ্ছেন। কত সহজ কথা। কালকের কথা। বরাবর লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। গাইতেও থাকে ক্রাইস্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজ্য ছিল। তাদের এই পদ কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? অবশ্যই ভগবান বিনাশের পূর্বে পড়িয়েছিলেন। তার পরেই বিনাশ হয়েছে পুনরায় রাজযোগের দ্বারা সত্যযুগের রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছে। এই হল সঙ্গম।

তোমরা লিখতে পারো যে এই সময়ই সেকেন্ডে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজত্ব প্রাপ্ত হতে পারে, এসে বুঝে যাও। চিত্রের উপর তোমরা ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। বোঝানোর জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরাই হল শিবের পৌত্র পৌত্রি। কিন্তু বাবা বলেন যে আমাকে কোটির মধ্যে কয়েকজনই চিনতে পারে আর আমার দ্বারা উত্তরাধিকার নেয়। সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পায়। পুনরায় জীবন মুক্তিতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এইসব বোঝানোর জন্য এই মেলা প্রদর্শনী বেরিয়েছে। চিন্তন চলতে থাকে। নতুন-নতুন পয়েন্টস বেড়িয়ে আসে। দিন দিন চিত্র ইত্যাদি সহজ রূপে বের হতে থাকে আর এইসব আসবে ড্রামা অনুসারেই। কল্প পূর্বে যে অ্যাক্ট হয়েছিল, সেটাই হবে। এই রকম অন্য কেউ লিখতে পারবে না যে এই প্রদর্শনীর পাঁচ হাজার বছরের পর পুনরায় এই সময়েই বেরিয়েছে, পুনরায় কল্পের পর আবার বের হবে। একই বার সঙ্গমে এই প্রদর্শনী বের হয়েছে অথবা ৫ হাজার বছরের পর এই প্রদর্শনী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি পদ পাওয়ার অথবা বোঝানোর জন্য আমরা বেরিয়েছি। এইসব দেশ-দেশান্তরে যাবে। নতুন-নতুন পয়েন্টস বাবা বোঝাতে থাকবেন। সংযোগ-সংশোধণ হতে থাকবে। তারা রামায়ণ ইত্যাদি ছাপাতে থাকে তো সেটাই ছাপাবে এইজন্য আমাদেরকে বলে যে আগে তোমরা কি লিখতে, এখন কি লিখছো। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে প্রতিদিন নতুন-নতুন কথা শোনাই। সব একসাথে থোড়াই শোনাবো। তারা লিখে দিয়েছে যে যুদ্ধের ময়দানে গীতা শুনিয়েছে। ১৮ অধ্যায়ের গীতা বানিয়ে দিয়েছে, যে সংস্কৃতে হুশিয়ার হবে সে আধ ঘন্টাতে শ্লোক কন্ঠস্থ করে নেয়।

মুখ্য হলই গীতা। এছাড়া ভাগবতে তো কেবল কাহিনী আছে। গীতাকেই সংস্কৃতে বানিয়েছে। জ্ঞান সাগর বাবা তো এত জ্ঞান শুনিয়েছেন যে সাগরকে কালি (Ink) বানাও, জঙ্গলকে কলম বানাও, সমগ্র পৃথিবীতে কাগজ বানাও তাতেও সম্পূর্ণ হবে না। তারা তো ১৮ অধ্যায়েই সম্পন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু এরকম তো হয় না। না কোনও সংস্কৃতের কথা আছে। হিন্দি ভাষা চলে। ভাষা তো অনেক আছে। সব ভাষা একজন তো শিখতে পারে না। চেষ্টা করে ৫-৬ রকম ভাষা কেউ যদি শিখে যায় তো তাকে অনেক সম্মান দেয়। এখন ভগবান সমস্ত ভাষাতে থোড়াই বোঝাবেন। তিনি তো হিন্দিতেই বোঝাবেন। যে রকম হিন্দি কমবেশি সবাই জানে, এইরকম ইংরাজীও কমবেশি সবাই জানে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে হিন্দিতে বোঝাচ্ছেন। ভক্তদেরকে ভগবান এসে ভক্তির ফল দিচ্ছেন। ভক্ত তো অনেক আছে। ভগবান হলেন এক। বলে যে পতিত-পাবন এসো। এরকম তো বলে না যে - ভগবান এসো। সকলের বাবা হলেন এক। সকলের গডফাদার হলেন এক। তিনি হলেন রচয়িতা। সুখের জন্য রচনা করেন। বাবা বাচ্চাদের সুখের জন্যই চাইছেন। গডফাদার স্বর্গ রচনা করেন আর যাদেরকে স্বর্গের মালিক তৈরী করেন, তাদেরকে গড-গডেজ বলা হয়। কিন্তু সবাইকে বলা হয় না, এসব হল অত্যন্ত গুপ্ত কথা। গডফাদার অ্যাডম ইভের দ্বারা কীভাবে সৃষ্টি রচনা করেন। গড হল আলাদা। এটা ধীরে ধীরে বুঝতে থাকবে। ঝাড়ের বৃদ্ধি হতে থাকবে। ভারতেরই মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ভারতই সুখধাম হয়। প্রথমে ভারতই প্রাচীন খন্ড ছিল, যেখানে দেবী-দেবতারা রাজ্য করেছিল, তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ খন্ড স্থাপন হয়। একদমই সহজ। যে সময়ে যে চারাগাছ রোপণ করার হয়, সেই চারাগাছই রোপিত হবে।

দেখো, কেমন-কেমন পত্র লেখে - বাবা আমি হলাম চার দিনের বাচ্চা। আমি আপনাকে চিনে নিয়েছি। আবার কেউ তো কত বছর ধরে আসতে থাকে কিন্তু কখনো পত্র লেখে না। কেউ তো শীঘ্রই পত্র লিখে ফেলে। পরবর্তী সময়ে মায়ার তুফান অনেক আসবে। তুফানের কারণে পুরানো পাতা খসে পড়বে। নতুনদের প্রথম-প্রথম খুব খুশি চড়ে যায়। বাবা আমি আপনার হয়েই থাকবো, কিন্তু মায়াও কম নয়। যখন প্রতিজ্ঞা করছো, তখন ডায়েরিতেও নোট করে রাখো, আমি কী কী প্রতিজ্ঞা করেছি। কেউ তো প্রতিজ্ঞা করে কখনো ডায়েরী খুলেও দেখেও না, এতে কি লাভ হবে। এ'রকম তো নয় যে আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পড়বে। এখানে তো কোনো পৌত্র-পৌত্রি ইত্যাদি থাকবে না। যে যেটা ধারণ করবে, সেটাই তার থাকবে, না পড়লে তো কাঁচাই থেকে যাবে। অল্প ভুল করে যদি না বলে তাহলে ভুল বৃদ্ধি হতে থাকবে। একটা কাহিনীও আছে যে মায়ের কান ধরে বলেছিলো যে তুমি আমাকে প্রথমে কেন শোনাওনি। প্রথমে শোনালে তো আমাকে জেলে যেতে হতো না, এইসব উদাহরণও আছে। কখনো চুরি করবে না। না হলে তো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে আর ধর্মরাজের থেকে অনেক শাস্তি খেতে হবে। এখন বাবার দ্বারা যতটা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো তা নিয়ে নাও। বিশ্বের রাজপদ বাবা দিচ্ছেন আর কি দেবেন ? বাকি আর আছেই বা কী ? এটা হলো তোমাদের ভিখারির জীবন। এখানে দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহের সাথে সমগ্র দুনিয়াকে আমরা ভুলতে থাকি। লোভ রেখো না। যা প্রাপ্ত হয়েছে তাই ভাল। বলা যায় যে - চাওয়ার থেকে মরা ভাল। শিব বাবার ভান্ডার থেকে তো সব কিছুই প্রাপ্ত হয়। অমৃতবেলায় নিজে থেকেই ওঠার অভ্যাস করতে হবে। রাত জেগে উপার্জন করো। বাবা অনেক অনুভবী এই শরীর নিয়েছেন। সেটাও ছিল রত্ন, এটা হল জ্ঞান রত্ন। আজকাল নকল হিরা এমন বেরিয়েছে যে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো'না। চিত্রের উপর বোঝানো খুবই সহজ। সেকেন্ডে বাবার থেকে এসে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। উপরে আছেন বাবা, এরা হলো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। যখন থেকে আমরা বাবার হয়েছি তখন থেকে জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকারী তো আছিই। বাকি আমরা পুরুষার্থ করি উচ্চপদ পাওয়ার জন্য। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন। বন্ধনে যুক্ত আত্মারা বলে যে বাবা ব্যস, আমরা আপনাকেই স্মরণ করছি। যদিও আমরা এখনও আপনার সাথে মিলন করিনি, কিন্তু উত্তরাধিকার তো অবশ্যই গ্রহণ করব। কতই না আশ্চর্যের বিষয়। এরকম অনেক বাচ্চাই আছে। যেরকম প্রভাব বের হবে, বন্ধন যুক্তরাও মুক্ত হতে থাকবে। অনেকেই আছে যারা পতিরও গুরু হয়ে যায়। সেই লিস্টও বেরিয়ে আসবে - কতজন স্ত্রী পতির গুরু হয়েছে পুনরায় পতিও লিখবে যে, আমাকে ইনি জ্ঞান দিয়েছেন এইজন্য ইনি আমার গুরু হয়ে গেছেন। পুরুষ বলবে বরাবর স্ত্রী আমার গুরু। এইরকম থোড়াই কেউ মানবে। মাতা গুরু ছাড়া কারো উদ্ধার হতে পারে না। জ্ঞান-কলস জগৎ মাতাদেরই প্রাপ্ত হয় তো জগৎ মাতাই গুরু হলেন, তাই না। আজকাল স্ত্রীদেরকে অনেক সম্মান দেয়। বাবাও বলেন যে মাতা গুরু ছাড়া মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে না। তো যখন মাতার দ্বারা দত্তক নেওয়া হয়, তখন জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মাতাদেরকে গুরু মনে করতে হবে। বাচ্চারা, নিজেদের অহংকার রেখোনা, মাতাদেরকে উচ্চ স্থান দিতে হবে। ফলো করতে হবে, দেহ-অভিমান যেন না থাকে। নিজেকে নিরহংকারী মনে করতে হবে। বাবাও নিজেকে নিরাকার মনে করতেন। তোমরা বলবে যে, আমরা হলাম সাকারী তথা নিরাকারী। যেরকম লিখতে থাকে হসপিটাল তথা ইউনিভার্সিটি। এইসব কথা বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়। সকলের মধ্যে একরস ধারণা হয়না। পুরুষার্থ করে ধারণা করতে হবে এবং অন্যদেরকে করাতেও হবে। শুনে অন্যদেরকে শোনাতেও হবে, শীঘ্র দান মহাপূণ্য। ধন দান না করলে তো

ধনী কিভাবে হবে।

তোমরা হলে সব থেকে বেশি লোভী, সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য কত বেশী কামনা করছো। প্রত্যেককে সর্বদা সুখী, সর্বদা শান্তময় বানাতে হবে। মানুষ মাত্রকে কলিযুগীয় ভ্রষ্টাচারী থেকে সত্যযুগীয় শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে হবে। ভারতে দেবতারা ছিল, এখন নেই পুনরায় অবশ্যই দেবতারা হবে, তাকে স্বর্গ বলা যাবে। প্যারাডাইজ শব্দটি খুব ভালো। আমরা পুরুষার্থ করছি - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। এক বাবাকে ছাড়া বাকি সব ভুলে যেতে হবে। সবার থেকে মোহ নষ্ট করে দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই ভিখারী জীবনে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে হবে। কোনো জিনিসের প্রতি অত্যাধিক লোভ রাখবে না, যা পাওয়া গেছে তাই ভালো। চাওয়ার থেকে মরা ভালো।

২) নিজের অহংকার না রেখে মাতাদেরকে মর্তবা দিতে হবে। বাবার সমান নিরাকারী-নিরহংকারী হতে হবে। জ্ঞান ধনের দান করতে হবে।

বরদানঃ- চার সাবজেক্টকে নিজ স্বরূপে ধারণকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

পড়ার যে চারটি সাবজেক্ট আছে, সেই সব একে-অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। যে জ্ঞানী তু আত্মা হবে, সে যোগী তু আত্মাও অবশ্যই হবে, আর যে জ্ঞান-যোগকে নিজের নেচার বানিয়ে নিয়েছে তার কর্ম ন্যাচারাল যুক্তিযুক্ত বা শ্রেষ্ঠ হবে। স্বভাব-সংস্কার ধারণা স্বরূপ হবে। যার কাছে এই তিন সাবজেক্টের অনুভূতির খাজানা আছে, সে মাস্টার দাতা অর্থাৎ সেবাধারী স্বতঃতই হয়ে যাবে। যে এই চার সাবজেক্টে নম্বর ওয়ান স্থান নেয়, তাকেই বলা যায় বিশ্বকল্যাণকারী।

স্লোগানঃ- মায়ার ভয়ঙ্কর রূপের খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখো তাহলে নির্ভয় থাকবে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদিদের পুরানো ডায়েরি থেকে)

জ্ঞানের অনুভবের সুখ হলই শান্তি অর্থাৎ নির্বিকল্প হয়ে যাওয়া। অন্তরে যাওয়ার কারণে শান্ত রূপ হয়ে যায়। এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্তির স্থানে গিয়ে পৌঁছে যায়। শান্ত অর্থাৎ যোগ নেষ্ঠী অবস্থাকে ধারণ করার দ্বারা যোগের অনেক তেজ (লাইট) বেরিয়ে আসে। যে দিন-রাত এই রকম মিষ্টি যোগের অবস্থাতে থাকে তার অপার খুশি হতে থাকে। তার সকল লৌকিক বন্ধন ভেঙে স্থায়ী খুশি প্রকট হয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় বুদ্ধি অনেক হাল্কা থাকে আর খুশির ঝর্ণায় প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে । এটাই হল (নেষ্ঠা) যোগের চাবি, যা আমরা দৈবী বৎসরা ঈশ্বর পিতার দ্বারা প্রাপ্ত করেছি। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;